10301 - মাহদীর আবর্িভাব

প্রশ্ন

মুসলমানদরেকে উদ্ধার করার জন্য মাহদী কবে বরে হবনে; সটো কি কুরআনে উদ্ধৃত হয়ছে?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

এক:

একজন মুসলমিরে জানা আবশ্যক য, দললি প্রদান ও অনুসরণ করা আবশ্যক হওয়ার দকি থকেে কুরআন-হাদসি একই মর্যাদায়। কুরআন-সুন্নাহ উভয়টি আল্লাহ্র পক্ষ থকেে ওহী; যা অনুসরণ করা আবশ্যকীয়। আল্লাহ্ তাআলা তাঁর নবী সম্পর্কে বলনে: "আর তনিি মনগড়া কথা বলনে না। সটো ওহী ছাড়া আর কছিু নয়, যা তার কাছে প্ররেণ করা হয়।"[সূরা নাজম, আয়াত: ৩-৪]

মকিদাদ বনি মা'দী কারবি (রাঃ) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থকেে বর্ণনা করনে য, তনিি বলনে: "জনেে রাখুন, আমাকে কতিাব ও কতিাবরে সাথে কতিাবরে অনুরূপ কছিু দয়ো হয়ছে। জনেে রাখুন, অচরিইে এমন লোক আসবে যার উদর-পরপিূর্ণ, সে তার গদতিে বসে বলবে: আপনাদরে উপর এই কুরআন মানা আবশ্যক। কুরআনে যটোকে হালাল পাবনে সটোকে হালাল জানবনে। আর যটোকে হারাম পাবনে সটোকে হারাম জানবনে।"[সুনানে আবু দাউদ (৪৬০৪), আলবানী 'সহহিু সুনানে আবু দাউদ গ্রন্থে (৩৮৪৮) হাদসিটকিে সহহি বলছেনে]

দুই:

আল্লাহ্ তাআলা স্বতন্ত্রভাবে রাসূলরে আনুগত্যরে আদশে করছেনে। তনিি বলনে: "ওহে যারা ঈমান এনছে; তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্য কর, আল্লাহ্র রাসূলরে আনুগত্য কর এবং তোমাদরে মধ্যে যারা নতো তাদরে"।[সূরা নসিা, আয়াত: ৫৯] তনিি আরও বলনে: "রাসূল তোমাদরেকে যা দয়িছেনে সটো আঁকড়ে ধর এবং যা থকেে বারণ করছেনে তা থকেে বরিত থাক"।[সূরা হাশর, আয়াত: ৭]

তনি:

মাহদীর আবর্িভাব কবে ঘটবে কুরআন-সুনাহতে সটো সুনর্িদষ্টিভাবে উদ্ধৃত হয়নি। তবে মাহদী শষে যামানায় আত্মপ্রকাশ করবনে। কন্িতু এখানে কছিু বষিয়রে দৃষ্টি আকর্ষণ করা উচতি:

১। মাহদীর আবর্িভাব কয়িামতরে সর্বশষে ছটোে আলামত।

২। অনকে মানুষ নজিদেরে ব্যক্তগিত উদ্দশ্যে-লক্ষ্য ও তাদরে ভ্রষ্ট আকদিা-বশ্বিাসকে সমর্থন করার জন্য মাহদী আত্মপ্রকাশ করছেনে কংিবা শীঘ্রই আত্মপ্রকাশ করবনে মর্মে দাবী করছে। যমেন- কাদয়িানীরা, বাহাই সম্প্রদায়, শয়িারা এবং অন্যান্য পথভ্রষ্ট গোষ্ঠীগুলো। যার ফলে সাম্প্রতকি যামানার কছিু ব্যক্তি মাহদীর হাদসিগুলোকে অস্বীকার করনে কংিবা ভন্িনার্থে ব্যাখ্যা (তা'বীল) করনে য, মাহদী দ্বারা উদ্দশ্যে শষে যামানায় ঈসা বনি মারয়িাম আলাইহসি সালামরে অবতরণ এবং তাদরে কউে কউে একটি মারফু হাদসি দয়িে দললি দনে। য হাদসিটরি ভাষ্য হলো: "ঈসা বনি মারয়িাম ছাড়া কোন মাহদী নইে"।

এই হাদসিটি দুর্বল; এটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থকেে সহহি নয়।

[দখেুন: আল্লামা আলবানীর 'আস-সলিসলিাতুয যায়ীফা' (১/১৭৫)]

৩। অনকে আলমে মাহদীর আবর্িভাবকে সাব্যস্ত করে কতিাব লখিছেনে এবং তারা এটাকে একজন মুসলমিরে আকদিার অন্তর্ভুক্ত করছেনে। তাদরে মধ্যে রয়ছেনে: হাফযে আবু নুআইম, আবু দাউদ, আবু কাছীর, আস-সাখাওয়ি, আশ-শাওকানী প্রমুখ।

৪। সুন্নাহতে সাব্যস্ত হয়ছেে য, মাহদী ঈসা বনি মারয়িাম আলাইহসি সালামরে সাথে মলিতি হবনে এবং ঈসা আলাইহসি সালাম মাহদীর পছেনে নামায আদায় করবনে।

জাবরি বনি আবদুল্লাহ (রাঃ) বলনে, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনছে: "কয়িামত পর্যন্ত আমার উম্মতরে একদল সত্য দীনরে উপর অটল থকেে বাতলিরে বরিুদ্ধে লড়তে থাকবে। তনিি বলনে: অবশষেে ঈসা বনি মারয়িাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অবতরণ করবনে। তখন তাদরে (ঐ দলরে) আমীর বলবনে: আসুন আমাদরে নামাযরে ইমামতি করুন। কন্িতু তনিি বলবনে: না; আপনারা একজন অন্যজনরে উপর নতো। এটা এই উম্মতরে জন্য আল্লাহ তাআলা প্রদত্ত সম্মান।"[সহহি মুসলমি (১৫৬)]

এই হাদসিে উল্লখেতি আমীরই হলনে মাহদী; যা আবু নুআইম ও আল-হারছি বনি উসামার বর্ণনায় এই ভাষ্যে উদ্ধৃত হয়ছে: "তখন তাদরে আমীর মাহদী বলবনে..."। ইবনুল কাইয়্যমে বলনে: এই হাদসিরে সনদ জায়্যদি (ভালো)।

৫। একজন মুসলমিরে মাহদীর অপক্ষোয় বসে থাকা উচতি নয়। বরং তার উচতি দ্বীনকে বজিয়ী করার জন্য উদ্যম-উৎসাহ

নয়িে প্রাণান্তকরভাবে অবলিম্বে চষ্টো করা এবং দ্বীনরে জন্য নজিরে যা সাধ্যে আছে সটো পশে করা এবং মাহদী বা অন্য কারো আবর্িভাবরে উপর নর্িভর না করা। বরঞ্চ ব্যক্তি নজিকেে, নজিরে পরবিারকে এবং তার চারপাশে যারা আছে তাদরেকে সংশোধন করবে। পরপর সে আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাত করলে তখন সে নজিরে পক্ষে ওজর পশে করতে পারবে।

দখেুন: শাইখ মুহাম্মদ বনি ইসমাইলরে ‘আল-মাহদী হাকীকাহ; না খুরাফাহ’।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।